ভট্টাচার্য, ধীরাজ দাস, প্রভৃতিকে ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে একদম আনাড়ি বলা চলে না। শনিবারের মত রবিবারও দর্শকদের সুবিধার জন্য মাইকযোগে খেলার বিবরণী প্রচার করা হয়। এদিনকার বিবরণীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন পিয়ার্সন সুরিটা ও বেরী সর্বাধিকারী। মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতির সময় প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী পংকজ মল্লিক ও উৎপলা সেন এবং সুপ্রীতি ঘোষ অপূর্ব কণ্ঠ সংগীতে খেলোয়াড় ও দর্শকমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন। পৌনে বারোটায় খেলা সুরু হ'য়ে বিকেল পৌনে পাঁচটায় পরিসমাপ্তি ঘটে। ক্রিকেট খেলার দিন নেপালাধীশ রাজা ত্রিভুবন এবং রাজপরিবারের আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তিনটি ওভার বাউণ্ডারী ও পাঁচটি বাউণ্ডারী সহ অসিতবরণের সর্বাধিক ৪০ রাণ, বেপরোয়া ব্যাটিং-এ ১টি ওভার বাউণ্ডারী ও ৪টি ওভার বাউণ্ডারীতে অভি ভট্টাচার্যের ১৫ রাণ ও ২১ রাণে ৬টি উইকেট লাভ, প্রভাত মুখার্জির ৩২ রাণ, ধীরাজ দাসের ২৮ ও মতিলালের ২৬ রাণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

খেলার ফলাফল: বি, এম, পি, এ-র দল—সোম বনাম অভি ভট্টাচার্য—০; ধীরাজ দাস বনাম ভট্টাচার্য—২৮; সহদেব রাণা বনাম মীরা সরকার—অনুভা গুপ্তা বনাম দেবযানী—১৪; অজিত চট্টোপাধ্যায় অসিতবরণ বনাম জহর রায়—২১; মঞ্জু দে বনাম দেবযানী—০; ছবি বিশ্বাস (ক) জহর রায় বনাম মতিলাল—শোভা সেন বনাম অরুন্ধতী মুখার্জি—২; প্রভাত মু বনাম জহর রায়—৩২; নীলিমা দাস বনাম অভি ভট্টা০; শ্যাম লাহা বনাম অভি ভট্টাচার্য—৪; মাষ্টার ম বনাম অভি ভট্টাচার্য—০; বন্দনা দাশগুপ্তা (ক) জহর বনাম মতিলাল—০; উত্তম চ্যাটার্জী নট আউট; ধী চ্যাটার্জী এল, বি, ডব্লিউ বনাম অভি ভট্টাচার্য—৪; অ রিক্ত-২১; মোট ১৪৩। বলিং—অভি ভট্টাচার্য ২১ রাণে মীরা সরকার ২ রাণে ১; মতিলাল ২৫ রাণে ২; দে ১৩ রাণে ২; জহর রায় ১৪ রাণে ২; অরুন্ধতী মু ২ রাণে ১।

লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত সচ্ছন্দ-বিহারিণী, শিক্ষিতা ধনীর ললনা! সে স্বামীত্বে বরণ করতে চায় এমন মানুষকে, যে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ও মূর্খ!

কেন এই উদ্ভট খেয়াল?

★

প্রযোজনা—**কালীকিঙ্কর বিশ্বাস**
কাহিনী—**চরণ দাস ঘোষ**
পরিচালনা—**গুণময় ব্যানার্জি**
সংগীত—**অজিত বসু (রাঢু)**
প্রধান ব্যবস্থাপক—**মধু রায়**

ভূমিকায়—সন্ধ্যা, স্মৃতি, সুপ্রভা, অপর্ণা, নিভাননী, সাবিত্রী, ধীরাজ, ছবি, সমর, সাধন, ফণী, মনোরঞ্জন, আশু প্রভৃতি।

চিত্রা : ছায়া : পূরবী : আলোছায়া : কালিকা : আলেয়া

এবং সহরতলীর অন্যান্য বিশিষ্ট চিত্রগৃহে চলিতেছে।

★

—মতিমহল থিয়েটার্স রিলিজ—

রাজ্যপালের দল—বিকাশ রায় (ক) অজিত চ্যাটার্জী বনাম সহদেব রাণা—১০; শিশির বটব্যাল রাণ আউট—০; জহর গাঙ্গুলী বনাম ধীরাজ দাস—০; মতিলাল (ক) বীরেন চ্যাটার্জি বনাম ধীরাজ দাস—২৬; সুপ্রভা মুখার্জি বনাম শোভা সেন—০; মীরা সরকার বনাম সুমনা ভট্টাচার্য—৪; অসিতবরণ এল, বি, ডব্লিউ (?) বনাম অনুভা গুপ্তা—৪০; দেবযানী (ষ্ট্যাম্প) বলীন সোম বনাম প্রভাত মুখার্জি—২; অভি ভট্টাচার্য (ক) বনাম ধীরাজ দাস—২৫; মীরা মিশ্র বনাম মঞ্জু দে—৯; জহর রায় বনাম উত্তম চ্যাটার্জী—৫; রূপেন মিত্র নট আউট—১১; অরুন্ধতী মুখার্জি (ক) ধীরাজ দাস বনাম শোভা সেন—৫; অতিরিক্ত—১৪; মোট—১৫১। স্বাগতা চক্রবর্তী ও সুপ্রিয়া ব্যানার্জী ব্যাট করেন নাই। বলিং—ধীরাজ দাস ৩৭ রাণে ৩; সহদেব রাণা ২১ রাণে ১; অনুভা গুপ্তা ৩৭ রাণে ১; শোভা সেন ৪ রাণে ২; মঞ্জু দে ৮ রাণে ১; উত্তম চ্যাটার্জী ১২ রাণে ১; সুমনা ভট্টাচার্য ৯ রাণে ১; প্রভাত মুখার্জী ১ রাণে ১।

আপ্যায়ারবৃন্দ—পংকজ গুপ্ত, এম, দত্ত রায়, ডাঃ মন্মথ দত্ত, হারু চ্যাটার্জী, দ্বীপেন সেন, জগদীশ চক্রবর্তী ও হেমচন্দ্র।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব উপলক্ষ্যে আমেরিকার প্রতিনিধি-নেতা স্বনামধন্য পরিচালক ....ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা........

২৫শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের কলিকাতা কেন্দ্রের উৎসবে যোগদানের জন্য মার্কিন প্রতিনিধি দলনেতা সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক মিঃ ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা দমদম বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। ক্যাপরাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য পুষ্পমাল্য নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহুজন পূর্বে থেকেই দমদম বিমান বন্দরে সমবেত হ'য়েছিলেন। বি-এম্-পি-এ সভাপতি শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, সিনে-টেকনিসিয়ানের পক্ষ থেকে পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ফিল্ম ডিভিশনের পক্ষ থেকে মিঃ গঞ্জু, আঞ্চলিক উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষ থেকে ডাঃ রায়, কলম্বিয়া পিকচার্সের কলিকাতা শাখার প্রতিনিধি, ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিঃ-এর পক্ষ থেকে মিঃ এফ-আর ভুরি ও সুখেন্দু সেনগুপ্ত, রূপ-মঞ্চ পত্রিকা ও বংগীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির পক্ষ থেকে কালীশ মুখোপাধ্যায় তাছাড়া হেমচন্দ্র চন্দ্র, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি লাহা, বিমল ঘোষ, শৈলেন ঘোষাল, নীরেন লাহিড়ী, অমল বসু, সমর ঘোষ, কল্যাণ গুপ্ত, জে-ডি ইরাণী, শিশির চট্টোপাধ্যায়, মাস্থু সেন, নন্তু বাবু, নির্মল ঘোষ, সুবেদার, অনিতা মুখোপাধ্যায় (রূপ-মঞ্চ), মিঃ মেঠা প্রভৃতি আরো অনেকে। সিনে-টেকনিশিয়ানের উৎসাহী সভ্যবৃন্দ এসোসিয়েশনের নিশানা নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন—'স্বাগতম ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা' স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল এই নিশানায়। যথাসময়ে ক্যাপরা অবতরণ করেন বিমানপোত থেকে—তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। রূপ-মঞ্চের পক্ষ থেকে অনিতা মুখোপাধ্যায় ফ্রাঙ্ক ক্যাপরাকে পুষ্পমাল্যে ভুষিত করেন এবং রূপ-মঞ্চের কয়েকটি খণ্ড উপহার দিলে মিঃ ক্যাপরা 'নমস্তে' ব'লে সাদরে গ্রহণ করেন এবং 'আবার দেখা হবে' ব'লে আশা জানান। রাণ-ওয়েতে শ্রীযুক্ত ক্যাপরাকে সর্বপ্রথম রূপ-মঞ্চের ক্যামেরায় ধ'রে রাখা হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে অগণিত উৎসাহী ক্যামেরাম্যান উপস্থিত ছিলেন—একসংগে তাঁরা ভিড় করেন ক্যাপরার চিত্রগ্রহণে। এতজন উৎসাহী ক্যামেরাম্যানদের দেখে বিস্ময়াভিভূত ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা রূপ-মঞ্চ প্রতিনিধিকে বলেন: "টু মেনি ক্যামেরাম্যান আর্ হিয়ার্।" 'ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা জিন্দবাদ', 'ওয়েল্‌কাম্ ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা' প্রভৃতি ধ্বনির মধ্য দিয়ে ক্যাপরাকে টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এ নিয়ে আসা হয়। ওদিনই মধ্যাহ্নে সিনে-টেকনিসিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ফিল্ম সার্ভিসেস্ ষ্টুডিওতে ফ্রাঙ্ক ক্যাপরাকে অভিনন্দিত করা হয়। সিনে-টেকনিশিয়ানের পক্ষ থেকে ফ্রাঙ্ক ক্যাপরাকে বাংলার বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন কতকগুলি উপহার দেওয়া হয় এবং শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় এক মানপত্র পাঠ করেন। অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মিঃ ক্যাপরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে মার্কিণ

চলচ্চিত্রের বিভিন্ন কর্মধারা নিয়ে বক্তৃতা প্রসংগে বলেন: "গবেষণা কার্যের দিকে আমরা খুবই দৃষ্টি দিয়েছি। চলচ্চিত্রের সর্বাংগীন উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রযোজকদের সমন্বয়ে হলিউডে আমরা একটি রিসার্চ কাউন্সিল গড়ে তুলতে সক্ষম হ'য়েছি এবং তার কাজও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে। চলচ্চিত্রের উন্নততর গবেষণালব্ধ প্রয়োগ পদ্ধতির সুযোগ সংশ্লিষ্ট প্রযোজকেরা সমানভাবে গ্রহণ করে থাকেন। হলিউডের দুঃস্থ চলচ্চিত্রসেবীদের সাহায্যকল্পে প্রতিজন কর্মীদের মাইনের শতাংশের একভাগ নিয়ে গড়ে তোলা হ'য়েছে 'মোশন পিকচার রিলিফ ফাণ্ড'। পাঁচ বছর কাজ করবার পর যে সব কর্মী অকর্মণ্য হ'য়ে পড়েন—মূলতঃ তাঁদের সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতি সজাগ থাকা হয়।" আমেরিকাতে স্টার পদ্ধতি ধীরে ধীরে লুপ্ত হ'তে চলেছে। ভাল গল্পই ভাল ছবির মূল এবং স্টার পর্যায়ের শিল্পীরা শুধু সেক্ষেত্রে ছবিকে আরো ভাল করতে পারেন। খারাপ গল্পকে উতরে দিতে তাঁরা পারেন না। এর ভুরি ভুরি নিদর্শন আমার জানা আছে। আমেরিকাতে আমার মনে হয় রংগীন চিত্র পাঁচ বছরের মধ্যে একাধিপত্য লাভ করবে—কারণ খুব কম খরচে যাতে রংগীন চিত্র গ্রহণ করা যায়, তা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলছে।" ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের খুব আপনার ক'রেই ক্যাপরা নিয়েছেন—তিনিও এঁদের আন্তরিকতায় যথেষ্ট মুগ্ধ হ'য়েছেন। তিনি বলেন: "ভারতীয় ছাত্ররা অধিক সংখ্যায় নিজেদের স্বার্থের খাতিরে চলচ্চিত্রে জ্ঞানার্জনের জন্য আমেরিকায় যেতে পারেন। অবশ্য বিভিন্ন ইউনিয়নের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে স্টুডিওতে ঢুকতে হয় এবং এই ঢোকাটা খুবই কষ্টকর। তবে ভারতীয় ছাত্রেরা যাতে এ বিষয়ে সুযোগ সুবিধা বেশী পান, সেজন্য আমরা সচেষ্ট আছি।" পরিচালক এবং প্রযোজক হবার পূর্বে ফ্রাঙ্ক কাপরা চিত্রজগতের বিভিন্ন বিভাগের কাজে হাত পাকান। প্রথমে একটি ফিল্ম লেবরেটরীতে যোগদান করেন এবং পরে সম্পাদনা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে দক্ষতার্জন ক'রে চিত্র পরিচালক হন। ক্যাপরার বক্তৃতার পর দেবকী বসু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং মলিনা দেবী, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, লীলা দেশাই, আরতি মজুমদার, মীরা মিশ্র, অনুভা গুপ্তা, নীলিমা দাস প্রভৃতির 'জনগণমন অধিনায়ক' সংগীতটীর মধ্য দিয়ে উৎসব শেষ হয়। রূপ-মঞ্চের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের চিত্রগ্রহণ করা হয়। ওদিন সন্ধ্যায় বি- এর পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় গ্র্যাণ্ড মিঃ ক্যাপরাকে এক সান্ধ্য ভোজে আপ্যায়িত ২৭শে ফেব্রুয়ারী এলিট প্রেক্ষাগৃহে এক সাংবাদিক মিঃ ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা মিলিত হন। ওইদিন বক্তৃতা মিঃ ক্যাপরা বলেন: "ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে সরঞ্জাম অপেক্ষা, চিত্র গ'ড়ে ওঠে যে মানুষকে নিয়ে, মানুষের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। পরিভ্রমণ কালে ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্র প্রা স্থানীয় বহু ব্যক্তির সংগে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছে—পর সংগে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং বিভিন্ন দেশের চি দেখবার সুযোগ পেয়ে আমরা লাভবান হ'য়েছি। বর্তমা সবই এই সুযোগ এনে দিয়েছে। উৎসবে প্রদর্শিত চি কলা পদ্ধতিও পৃথক এবং অধিকাংশই অতি উত্তম। আংশিক ভাবেই আমি ভারতীয় চলচ্চিত্র দেখেছি। বলবো, ভারতে চিত্র নির্মাণের প্রভূত সুযোগ আছে— ভারতের বাজার বৃহৎ। যেসব ভারতীয় ছবি দেখবার সুযোগ পেয়েছি—তার বেশীর ভাগই আমায় খুশী ক' ভারতে কেন ভাল ছবি নির্মিত হবে না, আমি তার কারণ খুঁজে পাই না। সাজ-সরঞ্জামের দিক থেকেও পেছিয়ে নেই—বরং অনেক ক্ষেত্রে সাজ-সরঞ্জামের ব আমি লক্ষ্য ক'রেছি। ভারতীয় চিত্রনির্মাতাদের অ- র্জনের দিকেই প্রধান দৃষ্টি বলে মাঝে মাঝে আমি অ শুনতে পাই, বেঁচে থাকতে হ'লে অর্থের প্রয়োজ অনস্বীকার্য। তবে তাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত অবশ্য বাইরে থেকে কেবল সমালোচনা করলেই চলবে শিক্ষিত কৃষ্টি সম্পন্নদের চলচ্চিত্রে যোগদান ক'রে এর উ আত্মনিয়োগ করতে হবে। ভারতীয় প্রেক্ষাগার স মন্তব্য করতে যেয়ে ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা বলেন—"ভারতে নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগারের সংখ্যা খুবই কম এবং এরূপ প্রে গৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া অত্যাবশ্যক। চিত্র-নির্মাণ পদ্ধ উন্নত ধরণের হওয়া প্রয়োজন।" একই সময়ে এক চিত্রে চিত্রতারকাদের অভিনয়-পদ্ধতিকে মিঃ ক্যাপরা

রেন। তিনি বলেন: এতে অযথা চিত্রের ব্যয় বৃদ্ধি পায় বং নানাদিক দিয়ে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। হলিউডে কোন রকা এক সময়ে দু'টি চিত্রে কাজ করেন না। একখানি ত্রের কাজ শেষ হ'লে অপর কোন চিত্রে অভিনয় করবার ন্য চুক্তিবদ্ধ হ'য়ে পড়েন।" শ্রীযুক্ত ক্যাপরা আরো একটি াশ্চর্য সংবাদে সাংবাদিকদের বিস্মিত করেন। তিনি লেন: "হলিউড থেকে ভারতের চিত্রতারকারা বেশী পার্জন করেন। হলিউডে একখানি চিত্রের মূল ব্যয়ের . ভাগ মাত্র চিত্রতারকারা পেয়ে থাকেন কিন্তু ভারতে পেয়ে থাকেন ৩০ ভাগ।" আমেরিকাতে যেকোন দেশের ত্তম শ্রেণীর চিত্রগুলি প্রদর্শিত হ'তে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, াপান, ইটালী, রুশীয় এবং ফরাসী চিত্র আমেরিকায় প্রদর্শিত 'য়ে থাকে। উত্তম শ্রেণীর ভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনের সামনে কোন াধাই নেই। ভারতে মার্কিণ প্রযোজকদের একযোগে কাজ করবার যথেষ্ট সম্ভাবনা র'য়েছে। 'দি রিভার'-এর পর এ বিষয়ে অনেক প্রযোজকেরা উৎসুক হ'য়ে উঠেছেন। তবে এই যোগাযোগ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই সম্ভব—সরকারী ভিত্তিতে নয়।" ওদিন ইতালীর প্রতিনিধি ডাঃ মারিনুক্কিও সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। সিনে-টেকনিশিয়ান এসোসিয়েশন থেকে ইতালী ও মিশরীয় প্রতিনিধিদের এবং সোভিয়েট বৃটিশ ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন দিবসে অভিনন্দিত করা হয়। সোভিয়েট, হাঙ্গেরী, ফ্রান্স, মিশর, ইতালী প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দিবসে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। রূপ-মঞ্চ থেকে বিশেষভাবে ফ্রাঙ্ক কাপরা, ইতালীয় প্রতিনিধি ডাঃ মারিনুক্কি, সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের নেতা নিকোলাই সেমিয়োনোভ, মিশরীয় প্রতিনিধি মহম্মদ ফতে বে, হাঙ্গেরীর প্রতিনিধি ডক্টর রেভাই প্রভৃতির সংগে বিশেষ ভাবে সাক্ষাৎ ক'রে

সুকুমার দাশগুপ্ত প্রযোজিত পরিচালিত ইষ্টার্ণ টকীজ স্টুডিওতে "সাত নম্বর কয়েদী'র মহরৎ উৎসব উপলক্ষ্যে উপরের চিত্রটিতে বাঁদিক থেকে: অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, নীরেন শীল, প্রবীর দাশগুপ্ত, গৌর ঘোষ, চিত্রশিল্পী দিব্যেন্দু ঘোষ, পঙ্কজ দত্ত, গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ও মিঃ ঘোষ। নীচের ছবিটিতে ডানদিক থেকে: অমর দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ বসু, গোবিন্দ রায়, জহর গাঙ্গুলী, সন্ধ্যারাণী, মলিনা দেবী ও মণি বর্মা। চিত্রগ্রহণ :: রূপ-মঞ্চ।

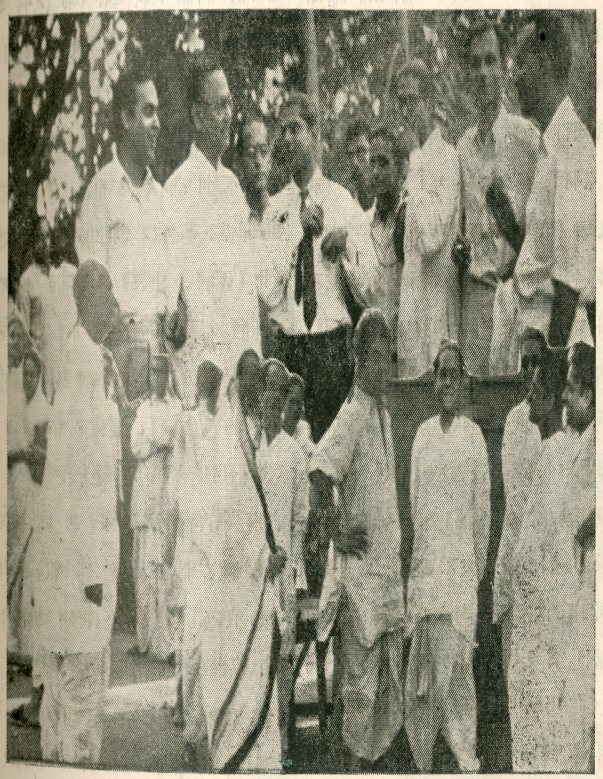

সংশ্লিষ্ট দেশগুলির চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা বিশদভাবে আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি এবং দূতাবাস থেকে রূপ-মঞ্চ বিভিন্ন পুস্তক ও চিত্র সংগ্রহে সমর্থ হ'য়েছে। উৎসবে যোগদানকারী প্রতিজন প্রতিনিধিকে কয়েক খণ্ড রূপ-মঞ্চ এবং কয়েকজন প্রতিনিধিকে কয়েকটি ছবির এ্যালবাম উপহার দেওয়া হ'য়েছে। রূপ-মঞ্চের উদ্দেশ্যে এঁরা যে বিশেষ বাণী দিয়েছেন—সেগুলিও আগামী সংখ্যায় সন্নিবেশ করা হবে।

এলিট প্রেক্ষাগৃহে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের কলিকাতা কেন্দ্রের সমাপ্তি অধিবেশন

ভারত গভর্ণমেণ্টের সংবাদ ও বেতার মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শ্রী আর, আর, দিবাকর স্থানীয় এলিট প্রেক্ষাগৃহে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পরিসমাপ্তি উপলক্ষে এক ভাষণ প্রদান করেন। সমাপ্তি অভিভাষণে মাননীয় দিবাকর বলেন: "ছয় সপ্তাহ পূর্বে এশিয়ার বৃহত্তম চলচ্চিত্র কেন্দ্র বোম্বাইয়ে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র প্রাচ্য জগতে এইরূপ উৎসব আর হয় নাই। ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-গ্রহণ কেন্দ্র বিধায় "বাংলার প্যারিস" নামে খ্যাত এই মহানগরীতে গতকাল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পরিসমাপ্তি হ'য়েছে। এক্ষণে আমি এই উৎসবের সাধারণ পর্যালোচনা কিছু। এই উৎসবের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য কতখানি সাধিত হ'য়েছে এবং উৎসবটি কি পরিমাণে সার্থক হ'ল তাহা পর্যালোচনা করার ইহাই উপযুক্ত অনুষ্ঠান। এই উৎসবের পূর্ণ তাৎপর্য নির্ধারণ করার সময় এখনও হয়নি। এর কতকগুলি ফলাফল সুদূর ভবিষ্যতে বুঝতে পারা যাবে এবং কতকগুলি হয়ত অস্পষ্টই থেকে যাবে। এই উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক বিনিময় হ'য়েছে তা নির্ধারণ করবে কে? আমি প্রারম্ভেই বলতে চাই যে, এই উৎসবের উদ্দেশ্য ছিল খুবই সরল। ভারতীয়গণকে দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র দর্শনের সুযোগ দানই ছিল উহার উদ্দেশ্য। দর্শকেরা বৃটিশ ও মার্কিণ চলচ্চিত্র সম্পর্কে কি ওয়াকেবহাল আছেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের চলচ্চি কদাচিৎ দেখতে পান। এই উৎসবের ফলে তাঁরা অনেকগুলি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বর্তমান প্রযোজক ও মান, কলাকৌশল ও অভিনয় সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞ ক'রেছেন। বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে সু জ্ঞান লাভের ইহাই অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা। এক ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎপাদনের সুযোগ এবং অসুবিধা স সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন। ফলে দর্শকদের প্রশংসায় সমালোচনাও বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা ঐরূপ উন্নতি কামনা করব। উহা দ্বারা আমরা দেশের চলচ্চি উন্নতি তথা ভারতের সমৃদ্ধি সাধনের প্রেরণা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং ২৩টি দেশের ক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ঐ সকলের সাহায্যে প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পীবর্গ বিভিন্ন দেশের ক জানতে পেরেছেন। তাঁরা যাতে বিদেশী প্রতিনিধিদের নিবিড় সংযোগ স্থাপন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিদের নানাস্থানে গমনাগমন ও অভ্যর্থনার করা হ'য়েছিল। ভারতের কার্যাবলীর প্রশংসা বৈদেশিক প্রতিনিধিই করেছেন এবং আন্তর্জাতিক ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা কয়েকটি সুপারিশও ক'রেছেন। এইভাবে পারস্পারিক স ফলে সকলেরই সাহায্য হ'য়েছে। চলচ্চিত্র যে স উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রেছে সে কথা আমি অ সংগেই বলতে পারি। কোন কোন স্থানে উৎসাহ উ উপছে প'ড়েছে। এই উপলক্ষে যেসকল অনুষ্ঠানের আ করা হ'য়েছিল, তার সবগুলিতেই জনসমাগম হ' বস্তুতঃ খোলা জায়গায় চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর পারলে হাজার হাজার লোক বিদেশী চিত্রগুলি দে সুযোগ পেতেন না। মোটের উপর ৩৫টি চিত্রগৃহে চি প্রদর্শিত হয় এবং খুব কম ক'রে ধরলেও প্রায় ১২ লোক সেগুলি দেখেছেন। খুবই সুখের কথা যে,

উৎসব কেন্দ্রের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলি এই উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ক'রেছেন। চলচ্চিত্র শিল্প ও কলা সম্পর্কে প্রবন্ধ ও সমালোচনার যেন শেষ নেই। অনেকে বিশেষ বিশেষ চিত্রের সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশ করেন। এই সমস্তই জনসাধারণকে দ্রুত চলচ্চিত্রমুখী ক'রে তুলতে সাহায্য ক'রেছে। গণ সংযোগের এই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করা গিয়েছে। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই আমরা উন্নত ও বিচিত্র ধরণের উৎসব দাবী করতে পারি। আমাদের দেশ এই শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি ক'রেছে এবং এইদিকে অনন্যসাধারণ হ'য়ে উঠবার সম্ভাবনা যে তার আছে তাতে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই। এক্ষণে এই উৎসবের কয়েকটি বিশিষ্ট দিক উল্লেখ করব। এইটি যে ভারতের তথা প্রাচ্যের প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব তা বোধহয় নূতন ক'রে উল্লেখ করবার প্রয়োজন হবে না। উৎসবে মোট ৫৪টি কাহিনীমূলক ও ১৫০টি দলিলচিত্র প্রেরণ করা হ'য়েছে। এর অনেকগুলিই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং এইগুলি মোট ১৩টি বিভিন্ন ভাষায় গৃহীত। গত বৎসরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উৎসবের সহিত তুলনা করলে এর গুরুত্ব ও উৎকর্ষ উপলব্ধি করা যাবে। অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে এতগুলি দেশ ও প্রযোজক যে আমাদের প্রচেষ্টায় এমন সহৃদয়তার সহিত সহযোগিতা করেছেন, তা খুবই আশার কথা। উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, ভারতের চারটি কেন্দ্রে উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। কার্যতঃ একে ভ্রাম্যমান উৎসব বলে অভিহিত করতে হয়। জগতে আজ পর্যন্ত কোনও উৎসবে এই অভিনব পন্থা গ্রহণ করা হয়নি। দেশের বিরাট আয়তন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের নিজস্ব গুরুত্ববোধেই এই প্রয়োজন দেখা দেয়। কোন কোন প্রতিনিধির এতে হয়ত কিছুটা অসুবিধা হ'য়ে থাকবে কিন্তু তাঁরা সকলেই আমাদের দেশ আরও ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন এবং চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্ত কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পেরেছেন। প্রকাশ্যস্থানে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা ক'রে আর একটা নূতনত্বের পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। মাদ্রাজে ২৪ ফুট লম্বা ও ১৮ ফুট চওড়া পর্দায় চিত্র প্রদর্শন শব্দ ও আলোক সম্পাতের দিক দিয়ে সফল হ'য়েছে। আমরা আজ যে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম তা নিরর্থক হবে না—একথা বলতেই হবে। এইরূপ উন্মুক্ত চিত্রগৃহে ৭ হাজার লোকের স্থান সংকুলান হবে। প্রথম দিকে অনেকে, এমন কি, অনেক বিদেশী পরিদর্শকও এই প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে গভীর আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। উৎসবের কয়েকটি মাত্র দিক উল্লেখ করলাম। স্বাধীন ভারতের যে কোনও নাগরিক এ নিয়ে সত্যই গর্ববোধ করতে পারেন। তবে এর ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কেও আমি সম্পূর্ণ অবহিত আছি। এই আত্ম-অবহিত ভবিষ্যতে আমাদিগকে আরও সতর্ক ও সজাগ ক'রে তুলতে সাহায্য করবে। উৎসব আজ শেষ হ'য়ে গিয়েছে। এর বহুমুখী সাফল্যের পিছনে যাঁদের দান রয়েছে, যাঁরা এর জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম ক'রেছেন তাঁরা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখেন। যে সকল দেশ তাঁদের শ্রেষ্ঠ চিত্র প্রেরণ ক'রে উৎসবকে সার্থক ক'রে তুলেছেন প্রথমেই আমি তাঁদিগকে ধন্যবাদ জানাই। যে সকল প্রতিনিধি কিছু অসুবিধা ভোগ ক'রেও আমাদের আহ্বানে সারা দিয়েছেন

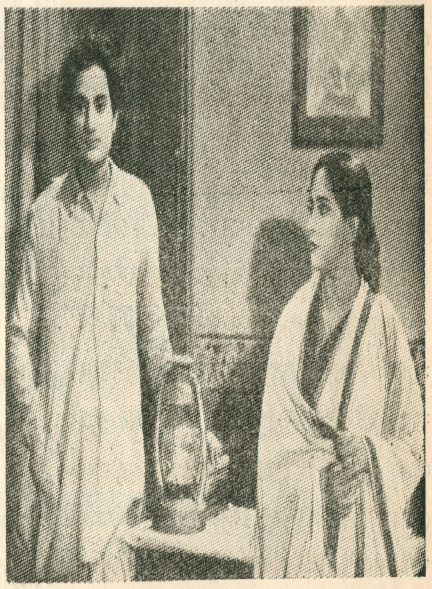

"নিরক্ষর" চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও সমর।